

ওঁ

বেদের শ্লোক জ্ঞানের প্রাচীন উৎস

বেদের আন্তিকতা সহজ সরল নির্ভেজাল একেশ্বরবাদে বিশ্বাস। প্রভু একক, অদ্বিতীয় এবং সর্বশক্তিমান। দৃশ্যমান সকল শক্তির পেছনে রয়েছে তাঁরই মহাশক্তি। সকল আলোর নেপথ্যে রয়েছে তাঁরই মহাজ্যোতি। অঙ্গের নাড়াচাড়ায় মানবদেহে আত্মার উপস্থিতি যেমন স্বীকৃত হয়, তেমনি স্রষ্টার সৃষ্টির সুপরিকল্পিত গতিশীলতার দিকে তাকালেই মহাশক্তিমান প্রভুকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

—স্বামী সত্যপ্রকাশ সরস্বতী

[স্বামী সত্যপ্রকাশ সরস্বতীর ভূমিকা সম্বলিত পণ্ডিত সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার-এর ইংরেজি অনুবাদ The Holy Vedas থেকে কিছু বাণীর সরল বাংলা মর্মার্থ হচ্ছে বেদ কণিকা]

ওঁ

সদাসর্বত্র বিরাজমান তন্দ্রা-নিদ্রাহীন সদা সজাগ প্রতিনিয়ত করুণা বর্ষণকারী সর্বশক্তিমান হে প্রভু! আমরা শুধু তোমারই মহিমা স্মরণ করি, তোমারই জয়গান গাই। প্রভু হে! আমাদের সর্বোত্তম আত্মিক পথে আলোকিত পথে পরিচালনা করো। আমরা যেন সবসময় সত্য মিথ্যার পার্থক্যকে অনুধাবন করতে পারি।

[ঋগ্বেদ : ৩.৬২.১০]

সত্যজ্ঞানী তিনিই, যিনি জানেন প্রভু এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্ববিষয়ে একক ক্ষমতার অধিকারী। প্রাণ এবং নিশ্বাসের সবকিছুই তাঁর নখদর্পণে। সকল ক্ষমতার কেন্দ্র তিনি একক অনন্য।

[অথর্ববেদ : ১৩.৫.১৪-২১]

স্বর্গীয় জ্যোতি ও আনন্দ উপলব্ধির প্রতীক ‘ওম’ স্থাপিত হোক তোমার হৃদয়ে অনন্তকালের জন্যে।

[যজুর্বেদ : ২.১৩]

ওঁ

মহাপ্রভুর দৃষ্টিতে কেউই বড় নয়, কেউই ছোট নয়, সবাই সমান। প্রভুর আশীর্বাদ সবারই জন্যে।

[ঋগ্বেদ : ৫.৬০.৫]

হে নেতা! হে পুরোধা! ঈশ্বরের গুণাবলিতে গুণান্বিত হও।

[যজুর্বেদ : ১.১৮]

বিশ্বাসীরা হৃদয়েই প্রভু বসবাস করেন। আমাদের দেহই হোক প্রভুর মন্দির। আমরা যেন চিরদিন তাঁর সত্যিকারের দাস হিসেবে থাকতে পারি। আমাদের জীবনের সকল অর্জন তাঁর চরণে সমর্পণ করতে পারি।

[ঋগ্বেদ : ১.৯১.১৩]

অলস মস্তিষ্ক কু-চিন্তার সহজ শিকার।

[ঋগ্বেদ : ১০.২২.৮]

মন চলে যায় আকাশে, পাতালে, পাহাড়ে, সাগরে। মনকে নিয়ে আসো নিজেরই অন্তরে, যেন তা থাকে তোমারই নিয়ন্ত্রণে।

[ঋগ্বেদ : ১০.৫৮.২]

ওঁ

স্রষ্টা প্রেমের অমিয়ধারা প্রবাহিত হোক আমাদের অন্তরে, আমাদের শিরায় শিরায়। তাহলেই আমরা সকল প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবো প্রশান্ত প্রত্যয়ে।

[ঋগ্বেদ : ৮.৩২.১২]

হে নেতা! হে পুরোধা! পাহাড়ের মতো দৃঢ় ও অজেয় হও। কর্তব্য পালনে সবসময় অবিচল থাকো।

[যজুর্বেদ : ১২.১৭]

যারা সৎপথে কঠোর পরিশ্রম করে এবং পরস্পরকে সহযোগিতা করে তাদেরকেই প্রভু সাহায্য করেন।

[ঋগ্বেদ : ৪.২৩.৭]

সৎকর্ম মানুষকে দৃঢ় ও সাহসী করে। দেহ-মনকে রোগ ও পাপ থেকে মুক্ত রাখে। সকল প্রতিকূলতার ওপর বিজয়ী করে।

[ঋগ্বেদ : ৫.১৫.৩]

হে মানুষ স্বনির্ভর হও! বাইরের সাহায্যের দাসে পরিণত হয়ো না।

[যজুর্বেদ : ৬.১২]

ওঁ

হে মানুষ! উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আন্তরিকতার সাথে পরিশ্রম করো। দারিদ্র্য ও অসুস্থতা তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে।

[অথর্ববেদ : ৬.৮১.১]

কখনো জুয়া খেলবে না। পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ ভোগ করো ও পরিতৃপ্ত থাকো। পরিশ্রমলব্ধ সম্পদই সত্যিকারের সুখ দিতে পারে।

[ঋগ্বেদ : ১০.৩৪.১৩]

জীবনের প্রতিটি স্তরে সব ধরনের ঋণ থেকে মুক্ত থাকো।

[অথর্ববেদ : ৬.১১৭.৩]

হে নেতা! হে পুরোধা! নিভীকভাবে সত্যভাষণের নৈতিক শক্তিতে তোমাকে বলীয়ান হতে হবে।

[ঋগ্বেদ : ৮.৪৮.১৪]

হে প্রভু! আমাদের সর্বোত্তম সম্পদ দান করো; দান করো কালজয়ী মন, আত্মিক সুখমা, অনন্ত যৌবন, আলোকোজ্জ্বল রূপ আর মধুর বচন।

[ঋগ্বেদ : ২.২১.৬]

ওঁ

স্বনির্মিত সহস্র শৃঙ্খলে মানুষই নিজেকে বন্দি করে রেখেছে।

[ঋগ্বেদ : ৫.২.৭]

হে মানুষ! ওঠো! দাঁড়াও! পতিত হওয়া তোমার স্বভাবজাত নয়। জ্ঞানের আলোকবর্তিকা শুধুমাত্র তোমাকেই দেয়া হয়েছে যা দিয়ে তুমি সকল অন্ধকূপ এড়িয়ে যেতে পারো।

[অথর্ববেদ : ৮.১.৬]

কর্কশ স্বরে কথা বলো না, তিস্ত কথা যেন মুখ ফসকে বেরিয়ে না যায়।

[যজুর্বেদ : ৫.৮]

হে প্রভু! সামর্থ্য দাও উদ্দীপনাময় সুন্দর ও সাবলীল কথা বলার।

[ঋগ্বেদ : ১০.৯৮.৩]

সত্যিকারের ধার্মিক সবসময় মিষ্টভাষী ও অন্যের প্রতি সমমর্মী।

[সামবেদ : ২.৫১]

সমাজকে ভালবাসো। ক্ষুধার্তকে অনু দাও। দুর্গতকে সাহায্য করো। সত্য ন্যায়ের সংগ্রামে সাহসী ভূমিকা রাখার শক্তি অর্জন করো।

[ঋগ্বেদ : ৬.৭৫.৯]

ওঁ

নিঃশর্ত দানের জন্যে রয়েছে চমৎকার পুরস্কার। তারা লাভ করে আশীর্বাদধন্য দীর্ঘ জীবন ও অমরত্ব।

[ঋগ্বেদ : ১.১২৫.৬]

এসো প্রভুর সেবক হই! গরীব ও অভাবীদের দান করি।

[ঋগ্বেদ : ১.১৫.৮]

নিজের ভেতরের শত্রুকে বিনাশে সক্ষম এমন উপদেশাবলির প্রতি মনোযোগী হও।

[যজুর্বেদ : ৬.১৯]

ধনুকের তীর নিক্ষেপের ন্যায় হৃদয় থেকে ক্রোধকে দূরে নিক্ষেপ করো। তাহলেই তোমরা পরস্পরের বন্ধু হতে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

[অথর্ববেদ : ৬.৪২.১]

জীবনের প্রতিটি স্তরে অনিয়ন্ত্রিত রাগ-ক্রোধ থেকে দূরে থাকো।

[সামবেদ : ৩০.৭]

একজন নিরীহ মানুষের ক্ষতি যে করে, সে মানুষ নয়, সে হায়েনা। তার কাছ থেকে দূরে থাকো।

[ঋগ্বেদ : ২.২৩.৭]

ওঁ

ঈর্ষা থেকে হৃদয়কে মুক্ত করো। সহিংসতা থেকে বিরত থাকো।

[সামবেদ : ২.৭৪]

স্বার্থপর এবং ক্ষুধার্ত সঙ্গীকে রেখে একাই ভূরিভোজন করে যে, তার সাথে কখনো বন্ধুত্ব কোরো না।

[ঋগ্বেদ : ১০.১১৭.৪]

বিশ্বজনীন মমতার স্বাদ যে পেয়েছে, সে সকল প্রাণের মাঝেই নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। যে নিজেকে পরমাআর অংশ মনে করে, সে কখনো অন্যের দিকে অবজ্ঞাভরে তাকায় না। সে কখনো কাউকে ঘৃণা করে না। তাই ঘৃণা দুঃখ বেদনাও তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

[যজুর্বেদ : ৪০.৬]

হে মানবজাতি! তোমরা সম্মিলিতভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হও। পারস্পরিক মমতা ও শুভেচ্ছা নিয়ে একত্রে পরিশ্রম করো। জীবনের আনন্দে সম-অংশীদার হও।

[অথর্ববেদ : ৩.৩০.৭]

ওঁ

সাহসীরা অজেয়।

[অথর্ববেদ : ২০.৪৭.৩]

ওঠো! জাগো! সত্যের পতাকা সম্মুখ রাখো। দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাও অন্যায় অসত্যের বিনাশে।

[ঋগ্বেদ : ১০.১০৩.১৩]

হে নেতা! হে পুরোধা! সদা সতর্ক থাকো মাতৃভূমির নিরাপত্তায়।

[যজুর্বেদ : ৯.২৩]

দ্রাতৃসঙ্গে সকল মানুষ সমান। কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়।

[যজুর্বেদ : ১৬.১৫]

হে মানুষ! সুখম জীবনচার অনুসরণ করো। ধরিদ্রী থেকে আহুত খাবার ও পানীয় সমভাবে বণ্টন করো, একটি চাকার শিকগুলো সমভাবে কেন্দ্রে মিলিত হলে যেমন গতির সঞ্চার হয় তেমনি সাম্য-মৈত্রীর ভিত্তিতে এক্যবদ্ধ হও। তাহলে অগ্রগতি অবধারিত।

[অথর্ববেদ : ৩.৩০.৬]

অনন্ত প্রশান্তির জন্যে আমরা মহাপ্রভুর মহিমার ধ্যান করি।

[অথর্ববেদ : ১৯.৯.৪]

ওঁ

যোগ-ধ্যানের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি জ্ঞান, সৌন্দর্য ও ক্ষমতা। আর স্বর্গীয় জ্যোতিতে স্নাত হয়ে লাভ করি পরম প্রশান্তি ও তৃপ্তি।

[যজুর্বেদ : ১১.২]

সবুজ উপত্যকার নির্জনতায় ঋষিরা লাভ করেন সজ্ঞা।

[ঋগ্বেদ : ৮.৬.২৮]

সত্যকে তিনিই উপলব্ধি করেছেন, যিনি জানেন দৃশ্যমান সূতোর ভেতরে প্রবহমান রয়েছে অদৃশ্য সূতো।

[অথর্ববেদ : ১০.৮.৩৭]

অবিদ্যার অন্ধকার পর্দা ভেদ করে মুক্ত আলোয় বেরিয়ে আসো।

[সামবেদ : ৩১৯]

ব্রহ্মার সাথে একাকার হয়ে যাওয়াই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা।

[অথর্ববেদ : ৭.১০০.১]

একজন সমর্পিতের মতো বাঁচো এবং কাজ করো। তাহলেই তুমি পরিতৃপ্ত সফল জীবনের অধিকারী হতে পারবে। অমর হতে পারবে।

[অথর্ববেদ : ১৫.১৭.১০]

ওঁ

আদিতে তিনিই ছিলেন। সৃষ্টির সবকিছুর উৎসও তিনিই। সমগ্র অস্তিত্বের তিনিই প্রভু। আকাশ ও ভূমণ্ডলে বিরাজমান সবকিছুর তিনিই লালনকারী। অন্য কারো কাছে নয়, শুধুমাত্র সেই মহাপ্রভুর কাছেই আমাদের সবকিছু সমর্পণ করছি।

[অথর্ববেদ : ৪.২.৭]

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

কেন্দ্রীয় দফতর :

১১৯/পি শান্তিনগর (দোতলা), ঢাকা-১২১৭।
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩১৯৩৭৭, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
চট্টগ্রাম : ০৩১-৬৫৩৬৮৮, ০১৭১১-৩৯৩০১০
সিলেট : ০৮২১-৭১১৬১২, ০১৭১১-২৮০৬৫২
রাজশাহী : ০৭২১-৭৭১৫৫০, ০১৭১১-১০৪২৮৯
মিরপুর : ৮০৬১০৭৫, ০১৭১৭-১৪৪৭২৪

সেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম ও কোয়ান্টাম ল্যাব :
৮৩২২৯৮৭, ৯৩৫১৯৬৯, ০১৭১৪-০১০৮৬৯
লামা সেন্টার ৯ মেডিটেশন রিসর্চ ও শিশুকানন :
০১৭১৪-০৯৪২৭১

E-Mail : info@quanfey.org
Web Site : www.quantummethood.org

December 2006 ■ WINDOWS ■ 0170-515825

